''ডায়মন্ড জুবিলী বর্ষে বিশেষ অ্যাটেনশন দিয়ে সময় আর সংকল্পের খাজানাকে জমা করো''

আজ ত্রিমূর্তি রচয়িতা শিব বাবা বাচ্চাদেরকে তিন ধরনের অভিনন্দন দিচ্ছেন। বাচ্চারা বাবাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে, তো বাবা রিটার্নে তিনটি অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এক, শিব জয়ন্তীর, দুই ডায়মন্ড জুবিলির আর তিন, বর্তমান সময়ে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সেবা করার অভিনন্দন। তো চতুর্দিকের বাচ্চাদেরকে বাপদাদা তিনটি বিষয়ে অভিনন্দিত করছেন। বাবার কাছে সকলের হৃদয়ের উৎসাহ উদ্দীপনাময় সেবার সমাচার পৌঁছাতে থাকে। এই অলৌকিক জয়ন্তী সমগ্র কল্পে আর হয় না, কেননা সমগ্র কল্পে তা সে দেব আত্মাই হোক, মহাত্মাই হোক, সাধারণ আত্মাই হোক না কেন, আত্মারাই কিন্তু আত্মাদের জয়ন্তী পালন করে থাকে। আর এই সঙ্গম যুগে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা কার জয়ন্তী পালন করতে এসেছো? পরম আত্মার আর পরমাত্মা বাবা বাচ্চাদের জয়ন্তী পালন করেন। সত্য, ত্রেতাতেও পরমাত্মা তোমাদের জয়ন্তী পালন করবেন না আর না তোমরা পরমাত্মার জয়ন্তী পালন করবে। তবে কতখানি পদম্ পদম্ পদম্ গুণ ভাগ্যবান আত্মা তোমরা! এইরকম কখনো নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান স্বপ্নেও কি ভাবতে পেরেছিল? ভাবতে পারোনি তো? কিন্তু আজ সাকার রূপে পালন করছো তোমরা। তাহলে কতখানি খুশির তো না? দেখো, দেশের হোক কিংবা বিদেশের অথবা মধুবনের, যারাই এই গ্রুপে বসে রয়েছো কতখানি লাকি তোমরা! মনের মধ্যে কোন্ গীত গুঞ্জরিত হতে থাকে? বাঃ আমার ভাগ্য! আর বাবাও গীত গেয়ে থাকেন বাঃ বাচ্চাদের ভাগ্য! বিশেষ সেবার গ্রুপ বসে রয়েছে না! সবদিক থেকেই বিশেষ তোমরা তো না! তো বিশেষ সেবার বিশেষ প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্তকারী আত্মা তোমরা। সুতরাং বাবাও এইরকম শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হন। বাচ্চারা বেশি প্রফুল্লিত হয় নাকি বাবা হয়ে থাকেন? উভয়েই। নাকি বাবা বেশি হয়ে থাকেন? তোমরা বেশি হয়ে থাকো। আচ্ছা।

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের সেবাধারী ডায়মন্ডের মালাকে দেখছেন ।তোমরা সকলে মালাতে রয়েছো তো না? বাবার গলায় ডায়মন্ড হয়ে ঝলমল করতে থাকা মালার দানা তোমরা নাকি অন্য কেউ? তোমরাই তো না? অন্যরা নয় না? লোকে বলে থাকে যে ১০৮ এর মালা কিন্তু বাপদাদার গলায় তোমরা সকলে ডায়মন্ডের কত লম্বা মালা? ১০৮ তো তোমরা নিচে যারা বসে আছো তারাই হয়ে যাবে । পিছনে যারা বসে আছো তারও তো তাতে রয়েছো না? আগে হলো পিছনে যারা রয়েছে। দেখো এও হলো ত্যাগেরই প্রত্যক্ষ ফল যে বাপদাদা পেছনে যারা রয়েছে তাদেরকে বেশি অভিনন্দিত করেন আর বেশি করে থাকেন নিচে যারা রয়েছে তাদেরকে ।

বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চার বিশেষত্বকে দেখে থাকেন। তারা যদিও এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, পুরুষার্থী তারা, কিন্তু এইরকম একটিও বাচ্চা নেই যার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই। সকলের মধ্যে বিশেষত্ব রয়েছে। সব থেকে প্রথম বিশেষত্ব হলো কোটির মধ্যে কতিপয়ের লিস্টে তো আছে তো না! আরও একটি বিশেষত্ব হলো এটাই যে, বড় বড় তপস্বী মহান আত্মারা, ১৬১০৮ জগৎ গুরু হোক, শাস্ত্রবাদী কিম্বা মহামণ্ডলেশ্বর যতই থাকুক না কেন, কিন্তু বাবাকে তারা জানে না আর বাবার সকল বাচ্চারা বাবাকে জেনে নিয়েছে। তো বাবাকে জানা এটা কত বড় বিশেষত্ব! হৃদয় থেকে 'আমার বাবা' তো তোমরা বলে তাই না! আমার বলা অর্থাৎ অধিকারী হয়ে গেছো না? তাহলে একে কি বলা হবে? যে বাবাকে পরখ করে নিয়েছে, চিনে নিয়েছে, তো এই চিনে নেওয়া হলো বুদ্ধির বিশেষত্ব, পরখ করবার শক্তি তো রয়েছে তার মধ্যে । সুতরাং তোমাদের সকলের পরখ করবার শক্তি হলো শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা। আজ বিশেষভাবে উদযাপন করতে এসেছো তো না? আজ হলো উদযাপন করবার দিন নাকি আজও শুনবার দিন? শুনতেও হবে? আচ্ছা।

তো শিবরাত্রি বলা হয় কিন্তু তোমাদের জন্য এখন কি? তোমাদের জন্য রাত্রি নয় তাহলে কি? অমৃত বেলা? তোমরা তো রাত্রি থেকে বেরিয়ে গিয়েছো নাকি একটু একটু রাত্রি এখনো আছে? বিদায় নিয়ে নিয়েছে? কোনো প্রকারের অন্ধকার নেমে আসে নাকি সমাপ্ত হয়ে গেছে? অমৃতবেলা হলো সর্বদা বরদানের সময়, তো তোমরা রোজ বরদান পাও তো না? তো তোমরা বলবে বাবা আসেন রাত্রিতে কিন্তু আমাদের জন্য অমৃতবেলা গোল্ডেন মর্নিং, ডায়মন্ড মর্নিং হয়ে গেছে। তো এইরকম বরদানী স্বরূপে নিজেকে দেখে থাকো? মায়া বরদানকে ভুলিয়ে দেয় না তো? মায়া আসে? কখনো কখনো তো আসে? মায়া তো লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত আসবে। এমনিই চলে যাবে না। কিন্তু মায়ার কাজ হলো আসা আর তোমাদের কাজ হলো দূর থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া। সে আসবে আর তোমরা তাড়াবে এমন নয়। সেই সময় এখন পার হয়ে গেছে।

মায়া আসবে আর তোমাদেরকে বিচলিত করে দেবে আর তোমরা তাকে তাড়াবে, টাইম তো চলে গেছে না! কিন্তু সাইলেন্সের সাধনের দ্বারা তোমরা দূর থেকেই চিনতে পেরে যাও যে এ হলো মায়া। এর পিছনেও টাইম ওয়েস্ট ক'রো না। আর মায়াও তো দেখে যে চলো আসতে তো দিচ্ছে, সুতরাং অভ্যাস হয়ে যায় চলে আসার। যেমন কোনো পশুকে, কোনো জানোয়ারকে যদি ঘরের মধ্যে আসার অভ্যাস করে দাও, তারপর বিরক্ত হয়ে গিয়ে তাকে যদি তাড়াতে চাও, কিন্তু তার তো অভ্যাস হয়ে গেছে না! আর বাবা পূর্বেও বলেছিলেন যে, কোনো কোনো বাচ্চা তো মায়াকে চা জলখাবারও খাইয়ে থাকে। কোন্ চা জলখাবার খাওয়ায়? সেটা জানো তো না? কি করি, কিভাবে করি, এখনো তো পুরুষার্থী আমি, এখনো তো সম্পূর্ণ হইনি, শেষ পর্যন্ত হয়ে যাবো - এই সংকল্প হলো চা-জলখাবার। সেও দেখে যে চা জলখাবার তো পেয়ে যাচ্ছি। কাউকে যদি চা জলখাবার খাওয়াও তো সে যাবে না বসে থাকবে? তাহলে যখনই কোনো পরিস্থিতি আসবে তখন কেন, কি, কীভাবে, কখনো কখনো তো হতেই থাকে, এখন কাছের কে হলো তাহলে, সকলের কাছে আছে - এটাই হলো মায়াকে আদর যত্ন করা। খানিকটা নোনতা খাবার, কিছুটা মিষ্টি খাবার খাইয়ে থাকো আর তারপরে কি করে থাকো? তারপর বিরক্ত হয়ে বলে থাকো এখন বাবা তুমি একে তাড়াও । আসতে দিচ্ছো তোমরা আর তাড়াবেন বাবা, কেন? কেন আসতে দাও তাকে? মায়া বারবার কেন আসে? সব সময়, সব কাজকর্ম করাব সময় ত্রিকালদর্শীর সিটে সেট হও না তোমরা। ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ পাস্ট, প্রেজেন্ট, আর ফিউচারকে যে জানে। অতএব কি, কেন তখন করতে হবে না । ত্রিকালদর্শী হওয়ার কারণে আগে থেকেই জানতে পেরে যাবে যে, এই সব ব্যাপার তো আসবেই, হবে, সেটা নিজের দ্বারাই হোক, অন্যদের দ্বারাই হোক, মায়ার দ্বারাই হোক কিম্বা প্রকৃতির দ্বারা, সকল প্রকারের পরিস্থিতি তো আসবেই, আসতেই হবে। কিন্তু স্ব-স্থিতি হলো শক্তিশালী, সুতরাং পর-স্থিতি তার কাছে কিছুই নয়। পর-স্থিতি বড় নাকি স্ব-স্থিতি বড়? নাকি কখনো স্ব-স্থিতি বড় হয়ে যায়, কখনো পর-স্থিতি? তো এর সাধন হলো - এক তো আদি-মধ্য-অন্ত তিনটি কালকে চেক করে, বুঝে তারপর যেটা চাও করো। কেবলমাত্র বর্তমানকে দেখো না। কেবল বর্তমানকে দেখো বলেই কখনো পরিস্থিতি উঁচুতে হয়ে যায় আবার কখনো স্ব-স্থিতি উঁচুতে হয়ে । জগতেও বলা হয়ে থাকে যে, আগে ভাবো তারপরে করো। আর যদি ভেবেচিন্তে না করো, তবে পরে ভাবলে সেটা অনুশোচনার রূপে বদলে যায়। এটা না করে যদি এটা করতাম, সুতরাং পরে চিন্তা করা অর্থাৎ অনুশোচনার রূপ আর আগে থাকতে চিন্তা করা এটা হলো জ্ঞানী আত্মার গুণ । দ্বাপর - কলিযুগে তো অনেক প্রকারের অনুশোচনাই করতে থাকো তাই না? কিন্তু এখন সঙ্গমে অনুশোচনা করা অর্থাৎ জ্ঞানী তু আত্মা নয় সে। নিজেকে এই রকম বানাও যাতে নিজের মধ্যেও, এমনকি মনের মধ্যেও এক সেকেন্ডও অনুশোচনা না হয়।

তো এই ডায়মন্ড জুবিলীতে বিশেষ ভাবে সারাদিনে এক হলো সময় আর দ্বিতীয় হলো সংকল্প - এই দুটি খাজানার উপরে অ্যাটেনশন রাখা। এমনিতে তো খাজানা অনেক রয়েছে, কিন্তু বিশেষ এই দুটি খাজানার উপরে অ্যাটেনশন দাও। প্রতিদিন কতখানি শ্রেষ্ঠ আর শুভ সংকল্প জমা করেছো? কেননা সমগ্র কল্পের জন্য জমা করবার ব্যাঙ্ক এখন খুলতে হবে। সত্যযুগে এই ব্যাঙ্কের জমা বন্ধ হয়ে যাবে। এই ব্যাঙ্কও থাকবে না, অন্য ব্যাঙ্কও থাকবে না। তোমাদের কাছে এত ধন থাকবে যে, কারো কাছ থেকেই কিছু নেওয়ার প্রয়োজনই হবে না। ব্যাঙ্কে কেন রাখা হয়? এক তো সেফ্টি আর দ্বিতীয় হলো সুদ পাওয়া যায়। কেউ কেউ খুব চতুর হয়, সুদের সাহায্যেই চলতে থাকে। আর এই সময় সে যদি চতুর হয়, তবে তো ভালো, তারা জমা করে থাকে তাই না? কিন্তু সুদকে কোথায় নিয়োজিত করবে সেটাই হলো দেখার। তো সত্যযুগে না এই ব্যাঙ্ক থাকবে, না রুহানী খাজানা জমা করবার ব্যাঙ্ক থাকবে। দুটো ব্যাঙ্কের কোনোটাই থাকবে না। এই সময় এক এর পদমগুণ করে দেওয়ার ব্যাঙ্ক রয়েছে, কিন্তু এক জমা করবে তবে তো পদম পাওয়া যাবে, এই রকম নয়। হিসাব রয়েছে। তো ডায়মন্ড জুবিলীতে সত্যিকারের ডায়মন্ড হতেই হবে, এটা তো পাক্কা তাই তো? নাকি কখনো সংকল্প আসে যে, কি জানি হতে পারবো কি পারবো না? জানা নেই, এই রকম তো মনে আসে না? যেটাই হোক না কেন, ত্যাগও যদি করতে হয়, তপস্যা যদি করতে হয়, নির্মানও যদি হতে হয়, যা কিছুই হয়ে যাক, হতে অবশ্যই হবে। বলো, হ্যাঁ বাবা নাকি না বাবা? (হ্যাঁ বাবা) দেখবে, হ্যাঁ বলাটা তো অত্যন্ত সহজ। হা জী হওয়া এটাতে অ্যাটেনশন দিতে হবে। সবার প্রথম ত্যাগ হলো এই 'আমি' শব্দের। এই 'আমি' শব্দ হলো অনেক পুরানো, কিন্তু আজকাল এটার অত্যন্ত রয়্যাল রূপ হয়ে গেছে । এই 'আমি' শব্দ সমাপ্ত হলে ভাষাতে 'বাবা - বাবা' শব্দ এসে যাবে। বলতে গেলে দেখো সাধারণ কথা, আমি তো এটার জন্য যোগ্য, তো যোগ্য যেহেতু অতএব সেই অনুযায়ী আমার স্যালভেশন (সুযোগ সুবিধা) বা সেবা পাওয়া উচিত। আমি এটার যোগ্য, আমিই করে থাকি, তো এটা কি রাইট? করো ঠিকই। তাহলে কেন লোকে বলে না যে আমিই করেছি! আমি রং, আমি রাইট, বলার সময় তো এ'গুলি চলে আসে না যে, আমিই এটা করি?... তুমি করো না, বাবাই সব কিছু করেন! বাবা হলেন করাবনহার, কিন্তু করনহার তো তোমরা না? তো 'আমি' বলাটা রং কেন হলো? এমনিতে যখন আমি শব্দের প্রয়োগ করো তখন বাস্তবে 'আমি' শব্দ কিসের পরিপ্রেক্ষিতে আসে? আত্মার নাকি শরীরের? আমি কে? আত্মা না? শরীর তো নয়? সুতরাং যদি দেহী অভিমানী হয়ে, আমি আত্মা - এই স্মৃতিতে থেকে 'আমি' শব্দকে ইউজ করো তবে সেটা হলো

রাইট। কিন্তু আমি শব্দ বডি কনশাস এর রূপে যদি ইউজ করে থাকো তবে সেটা হলো রং। সারাদিনে এই 'আমি' শব্দ অনেক বেশি বার আসবে আর আসবেও। সুতরাং অভ্যাস করো - যখনই 'আমি' শব্দ বলবে তো আমি কে? বাস্তবে 'আমি' হলামই আত্মা। শরীরকে 'আমার' বলা হয়। তো 'আমি' শব্দ যদি আত্ম অভিমানী হয়ে বলো, তবে আত্মার বাবা স্বাভাবিকভাবেই স্মরণে আসবে। বলার দরকার হবে না। আমি হলামই আত্মা - একে অভ্যাসে পরিণত করো। যেমন এটা উল্টো অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছিল আর ন্যাচারাল হয়ে গেছিল, তো যখনই আমি শব্দ বলছো তখন নিজের নাম রূপ স্মৃতিতে চলে আসে। আমি কে? আমি অমুক। এটা ন্যাচারাল হয়ে গেছে না? ভাবতে হয় না। তো উল্টো ভাব থেকে 'আমি' শব্দকে তোমরা ইউজ করে থাকো বলেই সেই কারণেই তার রেজাল্টে পরিশ্রম বেশি আর প্রাপ্তি কম হয়ে থাকে। কোনো কোনো বাচ্চারা বলে থাকে, আমি তো অনেক সেবা করছি, অনেক পরিশ্রম করছি, কিন্তু প্রাপ্তি সেই তুলনায় ততটা হচ্ছে না। এর কারণ কি? বরদান সকলের জন্যই এক, ৬০ বছরের যে তার জন্যও এক, তো এক মাসের যে তার জন্যও এক। খাজানা সকলের জন্যই এক রকম। পালনাও সকলের জন্য এক রকম, দিনচর্যা, মর্যাদা সকলের জন্য এক রকম। অন্য রকমের তো নয় না? এইরকম তো নয় যে বিদেশের বাচ্চাদের জন্য মর্যাদা এক রকম, ইন্ডিয়ার বাচ্চাদের জন্য আরেক রকম। এইরকম তো নয় না? নাকি একটু একটু তফাৎ আছে? নেই না? সবকিছুই যখন এক তবে কেউ সফলতা পাচ্ছে, কেউ কম পাচ্ছে - কেন? কারণ কি? বাবা কম সহায়তা করেন কি? কাউকে বেশি দেন, কাউকে কম দেন, এইরকম কি? তা তো নয়। তাহলে কেন হয়ে থাকে? তাহলে কি দাঁড়ালো? তাহলে তোমাদের নিজেদের কোথাও গলদ রয়েছে? হয় বডি-কনশাস জাত আমিত্ব এসে যায়, না হলে কখনো কখনো সাথীদের কারো সফলতা দেখে ঈর্ষাও চলে আসে। সেই ঈর্ষা বশতঃ অন্তর থেকে যে সেবা করা উচিত, সেটা বুদ্ধি দিয়ে করতে থাকো অন্তর দিয়ে করো না। আর ফল তো প্রাপ্ত হয় অন্তর থেকে সেবার। অনেক সময়ই বাচ্চারা বুদ্ধিকে ইউজ করে থাকে কিন্তু হৃদয় আর বুদ্ধিকে মিলিয়ে করে না। বুদ্ধি রয়েছ, তাকে কাজে লাগানো ভালো কথা, কিন্তু কেবল বুদ্ধি দিয়ে নয়। যে অন্তর থেকে করে, অন্তর থেকে করে যে তার হৃদয়ে বাবার স্মরণও সদাই থাকে। কেবল বুদ্ধি থেকে করলে কিছু সময় তার বুদ্ধিতে স্মরণে থাকেবে যে - হ্যাঁ বাবাই করাচ্ছেন, হ্যাঁ বাবাই করিয়ে থাকেন। কিন্তু কিছু সময় পরেই পুনরায় সেই আমিত্ব চলে আসে। সেইজন্য বুদ্ধি (mind) আর হৃদয় দুয়ের ব্যালেন্স রাখো।

তো তোমাদেরকে বলা হলো যে ডায়মন্ড জুবিলীতে কি করতে হবে? বিশেষ করে সঞ্চয়ের খাতা জমা করো। এই রকম নয় যে, সারাদিনে আমি সেই রকম কোনও কথা বলিনি তো? কাউকে দুঃখ দিইনি, কারো সাথে কোনো প্রকারের মনোমালিন্য হয়নি অর্থাৎ নষ্ট করে ফেলিনি। এটা তো ভালো কথা যে নষ্ট করে ফেলোনি। কিন্তু জমা করেছো কি? সেবা করলেও নিজের আত্মিক গুণের (রুহানিয়তের) দ্বারা সেবাতে সফলতা প্রাপ্ত করেছো? বা সফলতা জমা করেছো? তো সেবাতে সময় দিয়েছো সেটা তো ভালো কথাই। কিন্তু সেবা কোন্ বিধিতে করেছো? কেউ কেউ বলে যে, আমি তো সারাদিন সেবাতে এত বিজি থাকি যে, নিজের কথাই মনে থাকে না। বিজি থাকো এটা তো খুবই ভালো কথা। কিন্তু সেবার প্রত্যক্ষ ফল জমা হয়েছে? নাকি কেবল পরিশ্রমই করেছো? সেবাতে ৮ ঘন্টা দিয়েছো, কিন্তু সেই ৮ ঘন্টা সেবাতে জমা হয়েছে? সময় জমা হয়েছে? নাকি আধ ঘন্টা জমা হয়েছে, আধ ঘন্টা দৌড়াদৌড়িতে আর ভাবতে চলে গেছে? শুভ সংকল্প, শুভ ভাবনা, শুভ কামনার সংকল্প জমা হয়ে থাকে। তো সারাদিনে জমার খাতা নোট করো। যখন জমার খাতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তখন স্বতঃতই ডায়মন্ড হয়েই যাবে। এখনও সময় আর সংকল্প - না ভালোতে, না মন্দতে হয়ে থাকে। তো মন্দতে হয়নি, সেটার থেকে তো বেঁচে গেছো, কিন্তু ভালোর ঘরে কি জমা হয়েছে? বুঝেছো? সময়কে, সংকল্পকে বাঁচাও। এখন যত বেশী সঞ্চয় করবে, জমা করবে, তবে সমগ্র কল্প সেই অনুসারে রাজত্বও করবে এবং পূজ্যও হবে। দ্বাপর থেকে যদিও তোমরা সাকার রূপে তো অবতরণের কলাতে আসতে থাকো, কিন্তু তোমাদের জমা করে থাকা খাতা তোমাদের জড় চিত্রের পূজা করিয়ে থাকে। অতএব সকলে এটা নোট করবে তবে বুঝতে পেরে যাবে যে কতটা সময় ব্যর্থ বা সাধারণ হয়ে থাকে? সাধারণ সংকল্প কতখানি হয়ে থাকে? কিন্তু একটি অ্যাটেনশন রাখবে - মনে করো যদি আজকে জমার খাতা খুব কম হয়েছে, কম দেখে হতাশ হয়ে যেও না। বরং বুঝবে যে আমার জমা করবার আরও এখনও চান্স রয়েছে। নিজের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এসো। নিজের সাথে নিজে রেস করো, অন্যদের সাথে নয়। নিজের সাথে নিজের রেস করো যে, আজকে যদি ৮ ঘন্টা জমা হয় তবে কালকে যেন ১০ ঘন্টা হয়। হতাশ হয়ে যেও না। কেননা এখনো তবুও জমা করবার সময় রয়েছে। এখনো টু লেট এর বোর্ড লাগেনি। ফাইনাল রেজাল্টের টাইম এখনো অ্যানাউন্স হয়নি। লৌকিকে যেমন পেপারের ডেট ফাইনাল হয়ে যায়, ভালো পুরুষার্থী কি করে? হতাশ হয়ে যায় নাকি তার পুরুষার্থে অগ্রসর হয়? তো তোমরাও হতাশ হয়ে যাবে না। আরোই উৎসাহ উদ্দীপনায় এসে দৃঢ় সংকল্প করো যে আমাকে আমার জমার খাতা বৃদ্ধি করতেই হবে। বুঝেছো? আচ্ছা।

চতুর্দিকে জয়ন্তীর অভিনন্দন দিয়ে থাকা বাচ্চাদেরকে, সদা বাবার সাথে সাথে থাকা কম্বাইন্ড রূপধারী বাচ্চাদেরকে, সদা উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা নিজেকে এবং অন্যদেরকে অগ্রচালিত করা বাচ্চাদেরকে, চতুর্দিকের সেবায় অগ্রসর হওয়া সত্যিকারের সেবাধারী বাচ্চাদেরকে বাপদাদার পদম - পদম - পদম গুণ অভিনন্দন। স্মরণের স্নেহ-সুমনের সাথে বাবারও বাচ্চাদেরকে অভিনন্দন, স্মরণের স্নেহ-সুমন স্বীকার করছেন। দেখছেন যে সকল দিক থেকে অভিনন্দন আর অভিনন্দনের হৃদয়ের গীত বাজছে। তো এইরকম অভিনন্দন নেওয়া এবং অভিনন্দন দেওয়া দুয়েরই সঙ্গম যুগের বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

বরদানঃ- প্রতিটি বিষয়ে কল্যাণ মনে করে অচল, অটল মহাবীর হয়ে ওঠা ত্রিকালদর্শী ভব

যে কোনো বিষয়েকে এককালের দৃষ্টিতে দেখো না। ত্রিকলদর্শী হয়ে দেখো । কেন, কি এর পরিবর্তে সর্বদা এই সংকল্পই যেন থাকে যে যেটা রয়েছে তাতেই কল্যাণ রয়েছে । যেটা বাবা বলছেন সেটাই করতে থাকো, তারপরে বাবা জানেন আর বাবার কাজ জানে। যেমন বাবা চালাবেন সেই রকম চলো, তাতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই নিশ্চয় থাকলে কখনোই বিচলিত হবে না। সংকল্প আর স্বপ্নেও ব্যর্থ সংকল্প আসবে না, তখনই বলা হবে অচল অটল মহাবীর।

স্লোগানঃ- তপস্বী সে-ই যে শ্রীমতের ইশারা অনুসারে সেকেন্ডে পৃথক আর প্রিয় হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;